দৈনিক ইত্তেফাক
08 NOV 2008

প্রাথমিক শিক্ষার করুণ হাল

রাজধানীতে গত বুধবার অনুষ্ঠিত সুধীজনদের এক সংলাপে অভিযোগ করা হইয়াছে যে, দেশের ৮০ ভাগ শিক্ষার্থী মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা হইতে বঞ্চিত। শিক্ষা ক্ষেত্রে এই দুর্গতির চিত্র যখন সুধীজনদের বক্তব্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে তখন বিগত বছরগুলিতে সরকারি পর্যায়ে সাক্ষরতা অভিযানের অভাবিত সাফল্যের কথা প্রচারিত হইতে দেখা গিয়াছে তারস্বরে। কোনো সন্দেহ নাই এক্ষেত্রে সাফল্যের যত দাবি করা হইয়া থাকে বস্তুত চিত্র উহার ভিন্ন সাক্ষ্যই দেয় মাত্র! অর্থাৎ শিক্ষা লইয়া একশ্রেণীর কোচিং সেন্টার, রাজনীতিক ও আমলাদের একটা অংশ এবং টাউট-বাটপাড় ধরনের লোকেরা যে অসৎ বাণিজ্য খুলিয়া বসিয়াছে উহাতে শিক্ষার ন্যায় সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি আজ ধ্বংস হইবার জোগাড়। ইহাছাড়া শিক্ষার উচ্চমান বজায় রাখার জন্য দরকার যে যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক, সেই শিক্ষকও যথাযথ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তৈরি হইতে পারে নাই। রাজনীতির নৈরাজ্য এবং ছাত্র-রাজনীতির নামে ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস সুষ্ঠু শিক্ষার পরিবেশ তৈরি হইতে দেয় নাই গত তিন যুগের ধারায়। অথচ শিক্ষার নামে কতই না আয়োজন! কতই না শিক্ষা কমিশন গঠন এবং অর্থ ও শক্তির অপচয় ঘটানো। একদিকে সাক্ষরতা অভিযানের নামে বিপুল অর্থ আত্মসাৎ করা হইয়াছে অন্যদিকে প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে জাল-জুয়াচুরি এবং জোচ্চুরি যেন স্বাভাবিক ঘটনায় পরিণত হইয়াছে। শিক্ষার মানের ক্রম নিম্নগতি লইয়াও দেখা দিয়াছে নানান প্রশ্ন।

সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করিতে প্রাথমিক বিদ্যালয়কে গুরুত্ব দিতে বলিয়াছেন সুধীজনেরা। আমাদের সংবিধানে যেহেতু সকলের জন্য শিক্ষার কথা বলা হইয়াছে, সেহেতু সার্বজনীন শিক্ষা নহে, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষাই হওয়া উচিত সরকারের উদ্দেশ্য ও আদর্শ। ইহা অত্যন্ত যুক্তিসিদ্ধ এবং ন্যায়সঙ্গত কথাই বটে! সংবিধান আমাদের দেশের প্রত্যেকের জন্য প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্বকে তুলিয়া ধরিয়াছে। কিন্তু অতীতে সব কয়টি সরকার শিক্ষার বিষয়টিকে সবসময়ই হেলা-ফেলাভাবে দেখিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ফলে প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষা গ্রহণকারীদের মধ্য হইতে একটা বিরাট অংশ প্রারম্ভিক অবস্থাতেই ঝরিয়া পড়ে। উপরন্তু বিভিন্নমুখী প্রাথমিক শিক্ষা একটি সমদর্শী সমাজ চেতনা গড়িয়া তোলার বড় প্রতিবন্ধক। সুতরাং প্রাথমিক শিক্ষাকে বিভিন্নমুখীনতা হইতে একমুখীনতার দিকে ফিরাইতে হইবে। সবচাইতে বড় কথা, প্রাথমিক শিক্ষাকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত উন্নীত করাটা অত্যন্ত জরুরি। কোন কোন বিশেষজ্ঞ মহল এ বিষয়ে সরকারের নিকট সুপারিশও করিয়াছেন। তাহাছাড়া প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে একটি মন্ত্রণালয়ে রূপান্তরের এবং একটি স্থায়ী শিক্ষা কমিশন গঠনেরও সুপারিশ করিয়াছেন সুধীজনেরা। এই সুপারিশগুলি সরকারের নিকট বিশেষ গুরুত্ব পাওয়া উচিত বলিয়া আমরা আশা করি। দেশের শতকরা ৭৫ হইতে ৮০ ভাগ শিক্ষার্থী মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা পায় না ইহা তো কোন সুখকর কথা নহে। বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দান এবং কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আমরা সরকারের নিকট আবেদন জানাই।

প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে আরও একটি গুরুতর অভিযোগ উঠিতে দেখা গিয়াছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের দিয়া শিক্ষা বহির্ভূত কাজ করানোর কারণে শিক্ষার্থীরা শিক্ষা লাভ হইতে আংশিক বঞ্চিত হইতেছে। উপরন্তু প্রাথমিক শিক্ষাঙ্গনে রহিয়াছে শিক্ষকের দারুণ সংকট। এখনও দেখা যায়, একজন শিক্ষককে দৈনিক ৮ হইতে ১০টি পর্যন্ত ক্লাস নিতে হয়। ফলে ঐ ক্লাসগুলি যে দায়সারা গোছের নেওয়া হয় সে সম্পর্কে সন্দেহের কোনো অবকাশই নাই। আবার প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রভাব-প্রতিপত্তি বজায় থাকাটা আর এক ধরনের সংকট হইয়া দেখা দিয়াছে আমাদের প্রাথমিক শিক্ষাঙ্গনে। মোদ্দাকথা, প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে চলিতেছে যাচ্ছেতাই অব্যবস্থা এবং পরিকল্পনাহীন, চিন্তাহীন ও দেশপ্রেমহীন এক ধরনের নৈরাজ্য। ইহা নিশ্চয়ই চলিতে পারে না, চলিতে দেওয়া যায় না। সরকার বিষয়টি সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিবেন, ইহাই প্রত্যাশিত।